ইচ্ছে করেই নীচতলায় লিভিংরুমে বসে কিছুক্ষন টেলিভিশন দেখল মিজান। শোবার ঘরেও একটা টেলিভিশন আছে। জুলেখাকে ধাতস্থ হবার সময় দেবার জন্যই ঝট করে উপরে যায় নি। কিছু জিজ্ঞেস করে যে কোন উত্তর পাওয়া যাবে না সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ঘন্টা খানেক পর সব দরজা জানালা লাগিয়ে এলার্ম সেট করে দিয়ে সে দোতলায় তার শোবার ঘরে উঠে এল। সব সময় তাড়াতাড়িই বিছানায় যায়, ভোরবেলা ওঠে। দশটার মধ্যেই সাধারণত ঘুমিয়ে পড়ে। জুলেখা নিজেও তাড়াতাড়ি ঘুমায়। ফলে পরস্পরের সাথে মানিয়ে নিতে তাদের কোন সমস্যা হয় নি। কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্য ক্ষেত্রে। পাশাপাশি একই বিছানায় শুলেও তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই বাড়ীতে জুলেখা আসা অবধি গত এক মাসে নানা ভাবে চেষ্টা করেছে মিজান কিন্তু তার ভাগ্য এখনও তাকে কোন কৃপা করে নি। নানা অছিলায় এড়িয়ে গেছে জুলেখা। সে পরিষ্কার করে কিছুই বলে না। কোন দিন তার অসম্ভব মাথা ব্যাথা থাকে, কোন দিন বমি বমি লাগে, কোন দিন আবার সে কোন রকম অজুহাত দেবারও চেষ্টা করে না। মিজান বেশ বিপদেই পড়েছে। অপেক্ষা করতে তার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু জুলেখার এই ব্যবহারের পেছনে মিজানের কোন অপরাধ আছে কিনা সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

আলো বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছে জুলেখা। আলাদা লেপ গায়ে দেয় তারা। বাসার ভেতরের তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থাকলেও জুলেখার ঠান্ডা লাগে। সে পুরু লেপ গায়ে দেয়। মিজানের গরম লাগে। সে পাতলা একটা লেপ ব্যাবহার করে। কিং সাইজ বিছানা। দু'জনে দু' দিকে নিজস্ব লেপের মধ্যে গুটিসুটি দিয়ে ঘুমায়। দু'টি ভিন্ন দ্বীপের মত। মিজানের একেবারেই ভালো লাগে না কিন্তু এমন কিছুও করতে চায় না যা জোর জবরদস্তি বলে মনে হতে পারে।

বিছানায় শুয়ে সে নীচু গলায় ডাকল, "জুলেখা! ঘুমিয়ে গেলে?"

সর্বাঙ্গে লেপ জড়িয়ে শুয়ে ছিল জুলেখা। কোন উত্তর দিল না। সে এতো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাবে বিশ্বাস করতে কষ্ট হল মিজানের, কিন্তু আর ডাকাডাকি করল না। এটাচড বাথরুমে একটা নাইট লাইট মিটি মিটি করে জ্বলছে। সেই আলোতে খুব একটা দৃষ্টি চলে না। সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। নিশ্চয় ঠিক হবে। তাকে শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

রাত ঠিক ক'টা বাজে আন্দাজ নেই মিজানের। মাথার মধ্যে নানা ধরণের চিন্তা নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে জানে না। সাধারণত তার ঘুম গভীর হয়। যদিও বয়েস বাড়ার সাথে সাথে সামান্য শব্দেও ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে অন্ধকারে পরিবেশটা বোঝার চেষ্টা করে সে। বাথরুমের নাইট লাইটটা আর জ্বলছে না। হয়ত ফিউজটা গেছে। সস্তা জিনিষ। বেশিদিন টেকে না। জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে। বাইরে অবশ্য আজ অমাবস্যা, সুতরাং খোলা থাকলেও কোন আলো আসবার সম্ভাবনা ছিল না। মাঝে মাঝে পেছনের মোশন সেন্সিং লাইটটা অকারণে জ্বলে থাকে। সেটার আলো কড়া। আজ সেটাও জ্বলছে না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতের নাগালের মধ্যেই টেবল ল্যাম্প আছে একটা। চাইলেই সে হাত বাড়িয়ে সেটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জ্বালাল না মিজান। কিছু

একটা শুনেছে সে, যে কারণে তার ঘুম ভেঙেছে। কারণটা বোঝার চেষ্টা করছে। তার বাড়ীটা একটু নির্জন জায়গায় হলেও আজ অবধি কখন চোর ডাকাত নিয়ে কোন সমস্যা হয় নি। সে ধনী মানুষ নয়। তার কাছে কাঁচা টাকা কিংবা সোনা দানা বলতে কিছুই নেই। বিয়ের পর জুলেখাকে সে কয়েক ভরি সোনার গহনা কিনে দিয়েছে, কিন্তু এতো অল্পের জন্য কেউ ঝুঁকি নিয়ে রাতে বাড়ীতে ঢুকবে ভাবতে কষ্ট হয়। যদি ঢুকে থাকে, তাহলে অবশ্য সমস্যা। তার বাসায় অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। একটা বেসবল ব্যাট আছে, কিন্তু দরকারের সময় সেটা কতখানি উপকারে আসবে সন্দেহ। রান্নাঘরে কিছু ছুরি টুরি আছে কিন্তু চোরের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই পর্যন্ত যাওয়াটা কঠিন হবে। নায়লা থাকতে সে একটা বন্দুক কিনতে চেয়েছিল। নায়লা আগ্নেয়াস্ত্রের নাম শুনলেও ভয়ে সিটিয়ে যেত। ফলে সেই প্ল্যান সফল হয়নি।

নিঃসাড়ে শুয়ে কান খাড়া করে চারদিকের শব্দ শোনার চেষ্টা করল মিজান। একটা চাঁপা ফোপানীর মত শব্দ কানে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই শব্দটার উৎস ঠাহর করতে পারল। তার বিছানার অন্য পাশে শুয়ে থাকা জুলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। লেপের ভেতরে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখার জন্য শব্দটা ভোতা হয়ে কানে আসছে, মনে হচ্ছে যেন দূরের কোথাও থেকে আসছে।

গড়িয়ে জুলেখার পাশে চলে এলো মিজান। আলতো করে লেপের উপর দিয়ে ধাক্কা দিল জুলেখাকে। "এই জুলেখা! কি হয়েছে? দুঃস্বপ্ন দেখেছ নাকি?"

জুলেখা মুহূর্তের মধ্যে নিঃশব্দ হয়ে গেল। তাকে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকতে দেখে আবার ধাক্কা দিল মিজান। "জুলেখা! কি হয়েছে?"

পর মুহূর্তে যা ঘটল সেটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না মিজান। এক ঝটকায় নিজের শরীরের উপর থেকে লেপটা সরিয়ে ফেলে বিছানায় উঠে বসল জুলেখা। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকার ফলে মিজানের চোখে এখন অন্ধকার সয়ে গেছে। তার দৃষ্টি এখন ভালোই চলছে। পাথরের মত কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল জুলেখা। তারপর হিসহিসিয়ে উঠল, "চুপ করে ঘুমান! আমার গায়ে আবার হাত দিলে হাত ভেঙে দেব।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়েছিল মিজান, কি বলবে বুঝতে পারে না। তাকে কিছু বলার সুযোগ দেয় না জুলেখা। তড়িৎ গতিতে বিছানা থেকে নেমে দ্রুত শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। তার পায়ের শব্দ শুনে মিজান বুঝল সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল, রান্নাঘরের দিকে গেল। কান পেতে শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকল। নীরবতা। আন্দাজ করল জুলেখা কাউন্টারের একটা চেয়ারে নিঃশব্দে বসে আছে। একবার ভাবল নীচে নেমে জুলেখার সাথে কথা বলে। তার উপর এতো রেগে গেল কেন? কাঁদছিলই বা কেন? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পালটাল। জুলেখার এমন ক্রুদ্ধ রূপ আগে কখনও দেখে নি। মনে মনে একটু ভয়ই পেয়েছে সে। ঝট করে কিছু না করাটাই ভালো। মেয়েটার মনের মধ্যে কি চলছে বোঝার জন্য তার আরোও সময় দরকার। মিজান আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম আর আসে না।

চার

ভোরবেলা উঠে গোছল করেছে মিজান। প্রতিদিন করে। ফজরের নামাজ পড়েছে। সে খুব ধর্মভীরু না হলেও নামাজটা পড়ে। যখন বাসায় থাকে তখন তো পড়েই। জুলেখা নামাজ কাজা করে না। তার বাবা-মায়ের শিক্ষা। জীবনে বিপদ আপদ যাই আসুক আল্লাহকে সব সময় স্মরণ করতেই হবে। তার নানীবু অবশ্য খুব একটা ধর্ম কর্ম করত না। কিন্তু একেক জন মানুষ একেক রকম হয়। নানীবু মানুষ হিসাবে অসম্ভব ভালো ছিল। সবাই বলত তার নাকি বিশেষ ক্ষমতা ছিল। জুলেখা জানে না সত্যিই ছিল কিনা। তার আচার আচরণ, কথা বার্তায় কখন কোন কিছু প্রকাশ পায় নি। দু' মাস আগে তার চোখের সামনেই যখন নানীবু মারা গেল, তখনও সে তার নিশেষ ক্ষমতার কোন ইঙ্গিত পায়নি। আরোও দু' দশটা সাধারণ বয়েসী মানুষের মত হাঁস ফাঁস করতে করতে শ্বাসকষ্ট হয়ে মারা যায় সে। নানীবু চলে যাবার পর একেবারে একা হয়ে পড়ে জুলেখা। সৌভাগ্যবশত কানাডার কাগজপত্র তার মাত্র কয়েকদিন আগেই হয়ে যায়। নানীবুর মৃত্যুর পরপরই মিজান দেশে গিয়ে তাকে নিয়ে এল। জুলেখার জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। রান্নাঘরে বসে এইসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিল জুলেখা। মিজানের নামাজ পড়া শেষ হতে সে তাকে খেতে ডাকল। তার জন্য যত্ন করে পরাটা এবং আলু ভাজি করেছে। লোকটা খুব পছন্দ করে। হাসি মুখে খেতে এলো। রাতের ঘটনাটা নিয়ে কোন কথা হল না। ভালো হয়েছে। জুলেখা জানে না সে কি বলত।

মিজান জুলেখার পাশে বসে খুশী মনে নাস্তা করল। জুলেখা চমৎকার পরাটা বানায়। তার আলু ভাজিরও তুলনা হয় না। খুব সাধারণ বাঙ্গালী খাবার কিন্তু মিজানের কাছে অতুলনীয় মনে হয়। জুলেখা নিজে কিছু খেতে চায়নি। সে তাকে খেতে বাধ্য করেছে। মিয়া বিবি পাশাপাশি বসে নাস্তা করাটা মিজানের খুব পছন্দের একটা ব্যাপার। নায়লা এবং সে সব সময় এভাবে নাস্তা করেছে।

নাস্তা সেরে পোষাক আশাক পরে কাজে বেরিয়ে পড়ল মিজান। গত রাতের প্রসঙ্গ সে একেবারেই তোলে নি। হয়ত সময় এলে জুলেখা নিজের থেকেই ব্যাখ্যা করবে। গাড়ীতে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা জুলেখাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল সে। জুলেখা হাসি মুখে হাত নাড়ল। কাল রাতের জুলেখা এবং আজ সকালের এই জুলেখার মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক।